ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR 1 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

কক্সবাজারকে ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ

মুহাম্মদ আলী জিন্নাত, কক্সবাজার থেকে : কক্সবাজার জেলার চারটি থানায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের আওতায় 'জাগ্রত কক্সবাজার' কর্মসূচির মাধ্যমে ২ লাখ ২৭ হাজার ১৫৩ জন নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার পক্ষে সরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকা।

কক্সবাজার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচির আওতায় সর্বনিম্ন ১১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের নিরক্ষরদের সাক্ষরজ্ঞান প্রদান করা হবে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে জেলার সাতটি থানার মধ্যে চারটি থানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। থানাগুলো হলো কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া ও কুতুবদিয়া। বাকি তিন থানাকেও পর্যায়ক্রমে কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। এ তিন থানা মহেশখালী, উখিয়া এবং টেকনাফে থানা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে নিরক্ষর ব্যক্তিদের শনাক্ত করার জরিপ কাজ চলছে। জরিপ কাজ শেষ হওয়ার পর ঐ তিন থানায় মূল কার্যক্রম শুরু হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, প্রাথমিক পর্যায়ে রামু থানায় ৫৩ হাজার ৬৭২ জন, কুতুবদিয়ায় ২১ হাজার, কক্সবাজার সদরে ৫৩ হাজার ৫৩০ জন এবং চকরিয়া থানায় ৯৮ হাজার ৯৯১ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা হবে।

সূত্রের তথ্যানুযায়ী, কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কুতুবদিয়ায় ৭০০ রামুতে ১ হাজার ৮২১, কক্সবাজার সদরে (পৌরসভাসহ) ১ হাজার ৭৮৫ এবং চকরিয়াতে (পৌরসভাসহ) ৩ হাজার ২৯৯টি পাঠদান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন নিরক্ষরকে পাঠদান করা হবে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অনুসৃত নীতিমালার আলোকে 'জাগ্রত কক্সবাজার' জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

বাছাইকৃত চারটি থানায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে 'জাগ্রত কক্সবাজার'-এর পক্ষ থেকে ৪ কোটি ৯৯ লাখ ২৬ হাজার ৫৯০ টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে চকরিয়ার জন্য ১ কোটি ৯৮ লাখ ১০ হাজার ৫১৮ টাকা, কুতুবদিয়ার জন্য ৫ লাখ ৮ হাজার ৫২০ টাকা, কক্সবাজার সদরের জন্য ১ কোটি ২০ লাখ ৯৮ হাজার ১৩৪ টাকা এবং রামু থানার জন্য ১ কোটি ২৯ লাখ ৬২ হাজার ৫৯৫ টাকার বাজেট করা হয়েছে।

সরকারের কাছে উত্থাপিত বাজেট থেকে জানুয়ারি '৯৯ সালে প্রথম কিস্তিতে ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই কক্সবাজার সদর থানার বিভিন্ন স্থানে ২০টি পাঠদান কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং এগুলোর কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে চলছে।

এ কর্মসূচি সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রথমবারের মতো কক্সবাজারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) পদে একজনকে নিয়োগ করেছেন। তিনি সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচির দায়িত্ব পালন করবেন। কর্মসূচির ব্যাপারে এডিসি (সাধারণ) জানান, জেলা প্রশাসন আশা করছে ২০০০ সালের জুন মাসে কক্সবাজারকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করার। তিনি মহৎ ও যুগান্তকারী এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সমাজের সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

SHEET — OF — SHEETS